দৈনিক ইনকিলাব

14 SEP 1987

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ৮

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ লাঠি নয় ঠ্যাং ধরুন

14 SEP 1987

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি বেআইনী অস্ত্র ও সন্ত্রাস উপাখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কোন কোন ছাত্রাবাসকে অনেকেই বেআইনী অস্ত্রাগার ও পেশাদার খুনীদের ডেন বলে ভাবতে শুরু করেছেন। এই সকল অস্ত্র ও সন্ত্রাসের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের দাবী এই যে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং স্বক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা তাদের অধিকার। উল্লেখ না করলেও কারো পক্ষে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই সব বেআইনী অস্ত্র এবং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বর্তমান ছাত্র রাজনীতিরই অঙ্গ। তাই যদি হয়, তবে অস্ত্র ও সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ ছিল দেশের প্রায় শতাধিক রাজনৈতিক দলের অফিসসমূহ, বিদ্যাপীঠের পবিত্র অঙ্গন নয়।

অথচ তাই হয়েছে এবং বিদ্যাপীঠের সমস্ত নিয়ম-কানুন তছনছ করে সেখানে সব অনিয়মই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা এই কলামেই ইতিপূর্বে অনেকবার লিখেছি এবং ছাত্র-শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য আমাদের বক্তব্যও রেখেছি। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল মান্নান অভিভাবকদের প্রতি লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, বিগত ১৪ ও ১৫ জুলাই '৮৭ তিনটি খুনের মধ্যদিয়ে সন্ত্রাসের চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়।

পরে ছাত্র এবং অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার দাবী করা হয়। এ পর্যায়ে আমরাও শুধুমাত্র অস্ত্র ও সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনের শর্তসাপেক্ষে যে কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলে দেবার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলাম। ভাইস চ্যান্সেলর তার পত্রে বলেছেন, সন্ত্রাস রোধের জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। আমরা জানি কমিটি রিপোর্ট পেশ করার পর ২০ জন চিহ্নিত ছাত্রকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখার নোটিশ দেয়া হয়। সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন না করে আবার বিশ্ববিদ্যালয় খোললে অচিরেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার আশংকা রয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতিতে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা হয়ে থাকলেও সমস্যা সমাধানের কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। শিক্ষিত মহল তথা সমগ্র জনগোষ্ঠী এই সন্ত্রাস রোধের প্রয়াসে সর্বাত্মক সহযোগিতা না করলে আমাদের উচ্চশিক্ষার কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। তিনি বলেন, স্থায়ী সমাধান অর্জনের চেষ্টা করা সত্ত্বেও কতিপয় অন্যায়কারী শিক্ষাজীবনকে চরম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এবং সেই সঙ্গে হলসমূহের নিয়মাবলী কঠোরভাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া তিনি অস্ত্রের উৎস রোধ এবং অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরা ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও এ সম্পর্কে আমাদের আরো কিছু বক্তব্য রয়েছে। সন্ত্রাস সম্পর্কিত তদন্ত কমিটি শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক ছাত্রকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু দেশবাসীর ধারণা একশ্রেণীর কিছুসংখ্যক শিক্ষকও এই সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। যারা এই সকল ছাত্র নামের দুষ্কৃতকারীদের আশ্রয় দেন, লালন-পালন করেন ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। চিন্তাশীল মহলের এই ধারণা— আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই এ বিষয়েও সঠিকভাবে তদন্ত হওয়া উচিৎ। শিক্ষকের নামাবলী পরিহিত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদেরও খুঁজে বের করা উচিৎ।

আমরা আমাদের সমগ্র ছাত্রসমাজ ও বিদ্যাপীঠের সর্বৈব কল্যাণ কামনা করি। এই কল্যাণবোধ থেকেই আমরা সিণ্ডিকেট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই তারা যেন শিয়ালের ঠ্যাং ছেড়ে লাঠি না ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জটিল সমস্যা সমাধান করতে হলে, এর কোন অংশই তদন্ত থেকে বাদ দেয়া যাবে না। কারণ— ক্যান্সার রোগের কখনো আংশিক চিকিৎসা কিংবা আংশিক অস্ত্রোপচার হয় না। সূতরাং সমস্যাটির সামগ্রীক দিক খতিয়ে দেখেই তবে এর সমাধানের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে হবে। তার আগে নয়।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সকল অভিভাবক আমাদের এ [illegible] বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।